৭৭৭৮০২

বাংলাদেশমাদ্রাসাশিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

২নংঅরফ্যানেজরোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১
Website:www.bmeb.gov.bd, E-mail:info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২২১১১৮০২১/ ময়মন-৫৫/ ২৭৪১৮

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪২৯ / ২১ জুন ২০২২

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার অপসারন ও এডহক কমিটি বাতিল বিরুদ্ধে জমি দাতার নাতী জনৈক মো: রফিকুল ইসরাম শিপু অত্র বোর্ডে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক .... (..........) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২১/০৬/২২
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd
২১/৬/২২

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঈশ্বরগঞ্জ , ময়মনসিংহ।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২২১১১৮০২১/ ময়মন-৫৫/ ২৭৪১৮

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪২৯ / ২১ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,ঈশ্বরগঞ্জ , ময়মনসিংহ;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার ,রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসা, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ;
৫. মোঃ রফিকুল ইসলাম শিপু (অভিযোগকারী),রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসা, ঈশ্বরগঞ্জ ,ময়মনসিংহ;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. অফিস কপি।

২১/০৬/২২
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd
২১/৬/২২

তারিখঃ- ২৭/০২/২০২২

বরাবর,

রেজিস্টার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার কতৃক গোপনে গঠিত এডহক কমিটি বাতিল ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের অপসারন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদক এইযে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গ রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক বৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । ভারপ্রাপ্ত সুপার মোঃ ছাইদুল ইসলাম অত্র মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহন করেন ০১-০১-২০১৮ ইং তারিখে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপার এ,এইচ, এম, ছাইফুল্লাহ অবসর গ্রহনের পূর্বে তিনি স্থানীয় একজন গন্যমান্য ব্যক্তি আনোয়ার পারভেজকে সভাপতি করে একটি এডহক কমিটি গঠন করে সেই এডহক কমিটির মাধ্যমে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে মাদ্রাসায় দুর্নিতী অনিয়ম শুরুহয়। তিনি এডহক কমিটির মাধ্যমে পূর্নাংঙ্গ কমিটি গঠনের কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন তালবাহানা করে বেশ কিছুদিন পর তিনি পুনরায় স্থানীয় একজন ব্যক্তি আতাউর রহমান সাহেবকে সভাপতি করে গোপকে এডহক কমিটি করেন। এডহক কমিটির মেয়াদ থাকা কালীন অবস্থায় সভাপতি সাহেব মৃত্যুবরণ করায় নতুন এডহক কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় এমপি মহোদয়কে একটি

DO.LETTER দেন অত্র গ্রামে একজন সমাজ সেবককে। সেই DO.LETTER অমান্য করে ভারপ্রাপ্ত সুপার আবারো গোপনে অন্য এক ইউনিয়ন বাসী মোঃ মোকলেছুর রহমান মানিক কে সভাপতি করে এডহক কমিটি গঠন করে। সে এডহক কমিটির মাধ্যমে তিনি পূর্নাঙ্গ কমিটির ভোটার লিস্ট ও তফসিল ছারাই একটি পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করে। যা এলাকাবাসী জানতে পেরে মাদ্রাসায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এবং তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পায়। প্রকাশিত পত্রিকার কপি আপনার বরাবর প্রেরন করা হল। সুপারের অবৈধ কার্য ক্রমের অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু তার কোন প্রতিকার এলাকাবাসী পায়নি। ভারপ্রাপ্ত সুপারের দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারী বৃন্দ অনাস্থা দিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর প্রেরন করা হয়েছে। তাতেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। করোনার কারনে পূর্নাঙ্গ কমিটি অনুমোদন না করায় কমিটি বাতিল হয়। তিনি একজন স্থানীয় ব্যক্তি জনাব আনোয়ার পারভেজকে সভাপতি করে পুনরায় এডহক কমিটি গঠন করেন। এবং সেই সভাপতিকে নিয়ে একচেটিয়া ভাবে মাদ্রাসার আট লক্ষ টাকার ৭/৮টি রেন্ট্রি ও মেহগনি গাছ ও সাত আট লক্ষ টাকার একটি চার কক্ষের নতুন হাফ বিল্ডিং বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করে। সরকারী তিন রুম বিশিষ্ট বিল্ডিং করার অনুমোদন হওয়া নতুন বিল্ডিং করার যতেষ্ট জায়গা থাকা সত্বেও সেই নতুন হাফ বিল্ডিংকে ভেঙ্গে নতুন ভবন করার জন্য জায়গা দিয়েছে। সে বিষয়েও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সকল

অভিযোগ আপনার বরাবর প্রেরন করা হল। উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষ হলে বেশ কিছুদিন পর আবার গোপনে তিনি স্থানীয় একজন আব্দুল বারীকে সভাপতি কওে এডহক কমিটি গঠন করে। যা এলাকাবাসী কোন অবস্থায় মেনে নিতে পারছেনা। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই এভাবে তালবাহানা করে গোপনে এডহক কমিটি গঠন করে আসছে। তিনি পুর্ণাঙ্গ কমিটি গটনের কোন উদ্যোগই নিচ্ছেনা। যদি থাকে দায়ীত্ব থেকে সরানো না হয় তাহলে এলাকাবাসী যে কোন সময় অগঠন ঘটতে পারে।

অতএব মহোদয় সমীপে আমাদের আকুল আবেদন ভারপ্রাপ্ত সুপারকে তার দায়ীত্ব থেকে অব্যাহতি ও বর্তমান এডহক কমিটি বাতিল করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতি মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করত বাদিত করতে আজ্ঞা হয়।

নিবেদক

রফিকুল ইসলাম শিপু
জমি দাতার নাতী
রাউলেরচর দাখিল মাদ্রাসা
মোবাইল: ০১৭৪৮-৯০৯৬৩১